নি'মাল আমির

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

ড. রাগিব সারজানি

এক

নিমাল আমির

মুহাম্মাদ

আল

ফাতিহ

ড. রাগিব সারজানি

নি'মাল আমির

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

নি'মাল আমির মুহাম্মাদ আল ফাতিহ (১ম খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৪৩/নভেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com - boibazar.com

ISBN : 978-984-8012-81-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [তিন খণ্ড একত্রে]

[বইটি দাওয়াহ্‌র উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]

Ni'mal Amir Muhammad Al Fatih (1st Part)

By Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

নি'মাল আমির মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

মূল আরবি গ্রন্থ : কিসসাতুস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

মূল : ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান (১ম ও ২য় খণ্ড)
আবু তালহা সাজিদ (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনাপর্ষদ

অনুবাদ নিরীক্ষণ
ও তথ্য সম্পাদনা : মিশকাত আহমদ, আছিফুজ্জামান, আশিকুর রহমান

ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী, মাহমুদুল্লাহ মুহিব (৩য় খণ্ড)

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন, সাজ্জাদ শরিফ

চিত্রবিন্যাস : আখতারুজ্জামান, উজ্জ্বল আহমেদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আহমাদ জারিফ

প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান

অর্পণ

বিশিষ্ট আনসারি মুজাহিদ সাহাবি।
হিজরতপূর্ব কালেই ইসলামের নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন।
প্রিয় নবীর মেজবান হওয়ার অনন্য সৌভাগ্য লাভ করেছেন।
তারপর সমরে-শান্তিতে সবখানে নবীজির সংস্পর্শে থেকেছেন।
নবীযুগ ও নবী-পরবর্তী যুগের প্রতিটি বিজয়াভিযানে অংশ নিয়েছেন।

এত কিছুও যেন যথেষ্ট ছিল না!
জীবনের গোধূলিলগ্নে ছুটে গিয়েছেন;
কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রথম ইসলামি প্রচেষ্টায়।
আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তবায়নের অদম্য আকাঙ্ক্ষায়!
ওপারের যখন ডাক চলে এলো, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন,

> "আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার লাশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে এবং যতদূর সম্ভব শত্রুসীমানার ভেতরে নিয়ে আমাকে দাফন করবে।"

কনস্টান্টিনোপল বিজয়-প্রচেষ্টার সূচনাকারী
কনস্টান্টিনোপল বিজেতার প্রেরণার উৎস
সাইয়িদুনা আবু আইয়ুব আনসারি রা.

❁❁❁

«إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا»

নিশ্চয় আল্লাহ এই জাতির জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের সংস্কারসাধন করবেন।

[সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯১, মুসতাদরাকে হাকিম, ৮৫৯২, ও আল মুজামুল আওসাত, ৬৫২৭]

❁❁❁

বিষয় সূচি

প্রকাশকের কথা ১৩
অনুবাদকের কথা ১৫
লেখকের ভূমিকা ২১

প্রথম অধ্যায়
যেভাবে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে

প্রথম পরিচ্ছেদ
আনাতোলিয়া ও বলকান অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি ৬৫
এক : আনাতোলিয়া অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি ৬৫
দুই : বলকান অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি ৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উসমানি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ৮১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অশান্ত পরিবেশে এক ব্যতিক্রমী শৈশব ৯৫
এক : ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহের জ্ঞানচর্চা ৯৯
দুই : জাগতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চা ১০৩
তিন : ব্যাবহারিক ও প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা ১০৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সিংহাসনে কিশোর সুলতান ১২৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় মুরাদের প্রত্যাবর্তন ১৬১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় মুহাম্মাদের নবপ্রস্তুতি ১৮৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় মুরাদের উত্তরাধিকার সম্পদ ২০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বপ্রস্তুতি ২২১
এক : আনাতোলিয়ায় সালতানাতের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ২৩৬
দুই : মামলুক রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ ২৩৭
তিন : গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন ২৩৮
চার : রোমেলি দুর্গ নির্মাণ ২৪৫
পাঁচ : উসমানি বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি ২৪৬
ছয় : আলবেনিয়া ইস্যুতে পদক্ষেপ গ্রহণ ২৪৮
সাত : মোরেয়া অঞ্চল অভিমুখে সামরিক অভিযান ২৫১
আট : ভেনিসের সঙ্গে যুদ্ধ উত্তেজনা ২৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল পৃথিবীর রাজধানী ২৫৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ২৭৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উদ্ভাবনী সমাধানের খোঁজে! ৩৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি ৩৬৯
এক : কারিগরি প্রস্তুতি ৩৭২
দুই : শারীরিক প্রস্তুতি ৩৭৪
তিন : উসমানি বাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ৩৭৬
চার : কনস্টান্টিনোপল-সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ৩৮১
পাঁচ : সরবরাহগত প্রস্তুতি ৩৮৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চূড়ান্ত মুহূর্ত! ৩৮৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কনস্টান্টিনোপলে আল ফাতিহ ৪১১
এক : আয়া সোফিয়া গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর ৪১৯
দুই : কনস্টান্টিনোপলের নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ ৪২৪
তিন : সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিচার ৪২৯
চার : কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ৪৩২
পাঁচ : গালাতার জেনোভীয়দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪৩৩
ছয় : কনস্টান্টিনোপলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা ও প্রণালি ৪৪৫
সাত : সদরে আজম খলিল পাশা চানদারলির বিচার ৪৪৭
আট : কনস্টান্টিনোপলের নাম পরিবর্তন ৪৫১
নয় : ইস্তাম্বুলের গভর্নর নির্ধারণ ৪৫৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ
কনস্টান্টিনোপল উসমানি সালতানাতের রাজধানী ৪৫৭
এক : নগরীর নিরাপত্তাব্যবস্থা মজবুতকরণ ৪৬২
দুই : নগরীর পুনঃআবাদকরণ ৪৬৩
তিন : অর্থোডক্সদের প্রশান্তকরণের চেষ্টা ৪৬৬
চার : কনস্টান্টিনোপলকে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্রকেন্দ্রে রূপান্তর ৪৭০
পাঁচ : নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৪৭১
ছয় : নগরীর ইসলামি রূপায়ণ ৪৭৩
নবম পরিচ্ছেদ
কনস্টান্টিনোপল বিজয়-পরবর্তী বিশ্ব ৪৮৩
এক : উসমানি সালতানাতের ওপর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব ৪৮৩
দুই : পশ্চিমা ক্যাথলিক বিশ্বের ওপর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব ৪৮৫
তিন : অর্থোডক্স বিশ্বের ওপর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব ৪৯২
চার : মুসলিমবিশ্বের ওপর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব ৪৯৩
অধ্যায়ের উপসংহার
বিজয়াভিযানে সফলতার কিছু সহায়ক কারণ ৫০১

এক : রাব্বে কারিমের পক্ষ থেকে সহজীকরণ ৫০১
দুই : যোগ্যতর বাহিনীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ৫০৬
তিন : জাতি ও জনগণের পরোক্ষ অবদান ৫০৭
চার : পূর্বসূরিদের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ ৫০৮

মা ন চি ত্র সূ চি

মানচিত্র নং-১
আনাতোলিয়া অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ.....৬৮
মানচিত্র নং-২
বলকান অঞ্চলের সীমানা ও রাষ্ট্রসমূহ ৭৬
মানচিত্র নং-৩
আরতুগরুলের আমল হতে প্রথম বায়জিদের শাসনামল
পর্যন্ত সময়ে উসমানি রাষ্ট্রের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর ৮৭
মানচিত্র নং-৪
দ্বিতীয় মুরাদের শাসিত উসমানি সালতানাত ২১০
মানচিত্র নং-৫
কনস্টান্টিনোপল নগরী ২৬২
মানচিত্র নং-৬
১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময়
উসমানি ও বাইজেন্টাইন বাহিনীর বিন্যাস.....২৯০

সম্পাদকীয়

কনস্টান্টিনোপল একটি শহরের নাম, একটি ইতিহাসের সৃষ্টি, প্রেরণার উৎস। বর্তমানে তা ইস্তাম্বুল বলে পরিচিত। একটা সময় পর্যন্ত এটি রোমকদের হাতে ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণায় উজ্জীবিত ও সুসংবাদধন্য এক তরুণ সুলতানের হাতে তা বিজিত হয়। তার সম্পর্কে রাসুলের মুখনিঃসৃত একটি সুসংবাদবাহী হাদিস রয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন,

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»

> কনস্টান্টিনোপল (মুসলমানদের হাতে) অবশ্যই বিজিত হবে। কতই-না উত্তম ওই অভিযানের প্রধান (নি'মাল আমির)! আর কতই-না উত্তম ওই অভিযানের বাহিনী!

এই নববি ভবিষ্যদ্‌বাণীতে সরাসরি সেই ব্যক্তির প্রশংসা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যার হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটি বিজয়ের ইতিহাস রচনা করবেন। নবীজি এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, যিনি নবীজির ইন্তেকালেরও কয়েক শতাব্দী পর আগমন করবেন। তাকে 'কতই-না উত্তম ওই অভিযানের প্রধান' বা তাঁর পবিত্র মুখের উচ্চারিত শব্দে "নি'মাল আমির" বলে অভিহিত করেছেন। ইতিহাস পাঠে আমরা মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে কনস্টান্টিনোপল বিজেতা হিসাবে জানতে পারি। তাই কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে অনেকে অভিযান পরিচালনা করলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত উপাধিটি একমাত্র মুহাম্মাদ আল ফাতিহের শিরেই শোভা পায়। তাই আমরা তার নামের শুরুতে "নি'মাল আমির" উপাধিটি ব্যবহার করেছি। যা তার একান্ত প্রাপ্য ও রাসুলের পবিত্র মুখ দিয়ে স্বীকৃত।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ শুধু কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেননি, বরং তার শাসনকালে ১৭০টি যুদ্ধ হয়। এ ছাড়া সে সময় তার প্রচেষ্টায় শরিয়তসংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্রের পাশাপাশি ভূগোল, চিকিৎসা, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ও সমরবিদ্যা-সহ বিভিন্ন শাস্ত্র দৃশ্যমান মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করে এবং শিল্প,

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিশেষ করে ইউরোপ থেকে শিল্পী ও কারিগরদের কনস্টান্টিনোপল রাজপ্রাসাদে একত্রিত করেন। আশা করি এ গ্রন্থ থেকে তার নানা অবদান ও কীর্তির কথা জেনে পাঠক অত্যন্ত সমৃদ্ধ হবেন।

বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটি মুসলিম ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানির অনবদ্য রচনা 'কিসসাতুস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'-এর অনুবাদ। এতে তিনি সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের পূর্ণ জীবনী পাঠকসমীপে তুলে ধরেছেন।

আমি মনে করি, তার বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করবে, ঘুমন্ত এ যুবসমাজ ও জাতিকে জাগ্রত ও তেজোদীপ্ত করবে। এ প্রত্যাশাই লালন করি। ইনশাআল্লাহ এ প্রত্যাশা বিফলে যাবার নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল করুন। আমিন।

পুনশ্চ : এখানে দুটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি—

১. গ্রন্থকার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে নানা ধরনের সূচি যুক্ত করেছেন। কিন্তু কলেবর বড় হবে বিধায় অনুবাদে শুধু চিত্রসূচি, মানচিত্রসূচি ও বিষয়সূচি যুক্ত করা হয়েছে।

২. এ গ্রন্থের চিত্রগুলো একত্রে তৃতীয় খণ্ডের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। তাই পাঠক যেখানে দেখবেন 'চিত্র নং-... দ্রষ্টব্য' লেখা আছে, সে ক্ষেত্রে উক্ত খণ্ড থেকে দেখে নেবেন।

সম্পাদনাপর্ষদ

মাকতাবাতুল হাসান

অনুবাদকের কথা

"তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করো—এই প্রত্যাদেশের আনুগত্যই আমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়। আমার উদ্যম ও উদ্দীপনা আপন দ্বীন তথা আল্লাহর দ্বীনের কল্যাণে যাবতীয় শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয়। আমার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা, সকল কাফের-অবিশ্বাসীকে পরাভূত করব আমার বাহিনী অর্থাৎ আল্লাহর সৈনিকদের সহায়তায়। আমার চিন্তা ও পরিকল্পনা বয়ে চলে কেবল বিজয় ও সাফল্য পানে, মহামহিম আল্লাহর দয়ায়। আমার যুদ্ধ ও সংগ্রাম জান-মাল সর্বস্ব বাজি রেখে; আল্লাহর আদেশ পালনের পর জগৎসংসারের অন্যকিছুতে কীই-বা আসে-যায়! আমার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা হাজার-লক্ষ-কোটিবার যুদ্ধ ও লড়াই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। আমার আশা ও ভরসা এক আল্লাহর নুসরত ও সহায়তায় আর আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সমুন্নত মর্যাদায়!"

কবিতার ভাষায় এভাবেই আত্মচিন্তা ও আত্মপরিচয় তুলে ধরেছিলেন তিনি। উনপঞ্চাশ বছরের কর্মমুখর সংগ্রামী জীবনে উল্লিখিত প্রতিটি দাবিকে সত্য প্রমাণ করেছিলেন তিনি। আপন মেধা ও প্রতিভা এবং জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে (কিংবা পড়ুন, মানবতা ও মানবজাতির কল্যাণে) তিনি এমন অনন্য-অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন যে, তাকে বাদ দিয়ে ইসলামি ইতিহাস বা বিশ্ব-ইতিহাস রচনা করা কার্যত অসম্ভব। মাত্র একজন ব্যক্তি কীভাবে বিশ্বমানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারেন এবং সময় ও কালের গতিধারায় যতিচিহ্ন টেনে দিয়ে নতুন যুগ ও স্তরের সূচনা করতে পারেন, তিনি ছিলেন তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন সমুন্নত ইসলামি চেতনার ধারক, যুগসচেতন রাষ্ট্রশাসক। ছিলেন উদ্ভাবনী চিন্তা ও পরিকল্পনার অধিকারী যুদ্ধবিশারদ, যুগশ্রেষ্ঠ সমরনায়ক। স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জনকল্যাণ, নগরায়ণ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন—প্রতিটি

ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনেতার আলোকিত নমুনা। তিনি উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ইবনে দ্বিতীয় মুরাদ কিংবা সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। প্রিয় নবীজির ভাষ্যমতে তিনি 'কতই-না উত্তম আমির'!

মুসলিমজাতির প্রায় দেড় হাজার বছরব্যাপী পদযাত্রায় এমন অসংখ্য কালজয়ী বরেণ্য ব্যক্তি অতিক্রান্ত হয়েছেন, যারা আপন সমুন্নত ব্যক্তিত্ব, অবিস্মরণীয় কীর্তি ও সর্বজনীন কর্ম-অবদানের কারণে মানবজাতির আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত। নিঃসন্দেহে এ জাতীয় আদর্শপুরুষদের তালিকায় সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের নাম ওপরের সারিতেই থাকবে। কিন্তু এটি একটি পীড়াদায়ক বাস্তবতা যে, আমরা আমাদের এই আদর্শপুরুষকে জানি কেবলই কনস্টান্টিনোপল বিজেতা হিসাবে কিংবা সর্বোচ্চ একজন সফল শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে। মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, আর সব পরিচয় ও কীর্তিগাথা বাদ দিয়ে কেবল 'কনস্টান্টিনোপল বিজেতা'-পরিচয়ই সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি তো শুধুই কনস্টান্টিনোপল বিজয়াভিযানের সর্বাধিনায়ক কিংবা উসমানি সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান নন; তিনি তো উম্মতে মুহাম্মাদির সেই সৌভাগ্যের বরপুত্র, স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রশংসা করেছেন! যে মহানবী কেবল তা-ই উচ্চারণ করেন, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়; তিনি কেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রদানের পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঘোষণা করলেন, 'কতই-না উত্তম ওই বিজয়াভিযানের সেনাপতি'! আমাদের সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে কীর্তিমান রাষ্ট্রনায়ক ও শক্তিমান সেনাপতির কত শত দৃষ্টান্ত! আছে যুদ্ধজয় ও শত্রুভূখণ্ড বিজয়ের অগুনতি ঐতিহাসিক উপাখ্যান! তাহলে কোথায় মুহাম্মাদ আল ফাতিহের স্বকীয়তা? কোথায় তার অনন্যতা? কেন হাজারো দিগ্‌বিজয়ী সেনাপতির মাঝে একমাত্র তিনিই 'আল ফাতিহ' ও মহান বিজেতা? মুসলিম উম্মাহর সচেতন সদস্য হয়েও আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব না, তা-ও কি মেনে নেওয়া যায়! আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ভূষিত করেছেন নি'মাল আমির অভিধায়, কী ছিল তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য, কেমন ছিল তার আচরণ-উচ্চারণ ও কর্মময় জীবন, প্রতিটি মুসলমানের জন্য কি তা জানা আবশ্যক নয়!

আমরা জানতে না চাইলেও 'তারা' কিন্তু বসে নেই! শতাব্দীর পর শতাব্দী যে ইউরোপ-আমেরিকা ছিল সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার শিকার, তাদের অভাবনীয় উন্নতি-অগ্রগতির অগণিত সূত্রের একটি হলো ইতিহাস ও জগদ্বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে নিয়েও তাদের আগ্রহের শেষ নেই! তারা জানতে চায় তার রাজনীতি, প্রশাসননীতি, যুদ্ধনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে। তার ভাষাজ্ঞান, রাষ্ট্রজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, ভূগোলজ্ঞান ও কাব্যজ্ঞান সম্পর্কে। এমনকি তার শৈশবের শিক্ষাগ্রহণ ও পরিচর্যা সম্পর্কে। এককথায় সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ ও অবিস্মরণীয় কীর্তি সম্পাদনের প্রতিটি সূত্র সম্পর্কে তারা সুগভীর গবেষণায় নিবিষ্ট। কারণ, তারা জানে, ইতিহাস ও জীবন-ইতিহাস কেবল অতীতের কর্মবিবরণ নয়; আগামীর প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা অর্জনেরও কার্যকারণ।

জাতি হিসাবে আমরা এখন এক কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। একদিন এই আমরা ছিলাম বিশ্বসমাজের পথিকৃৎ ও রাহবার, আজ আমরা চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি অঙ্গনে অবহেলা-অনুকম্পার শিকার। জানি, হাজারো অনুষঙ্গের সংমিশ্রণে আমাদের এই অবক্ষয় ও অধঃপতন, তবে মানতেই হবে যে, নিজেদের অতীত বিস্মৃতি এর অন্যতম কারণ। যে জাতির পূর্বসূরিদের কাতারে বিদ্যমান আছে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ন্যায় আদর্শপুরুষ, তাদের কেন আদর্শ খুঁজে বেড়াতে হবে কার্ল মার্ক্স, নেপোলিয়ান বা চে গুয়েভারায়! যে জাতির আছে অনুসরণীয় অতীত ও শিক্ষাসমৃদ্ধ ইতিহাস, তারা কেন বারবার পথ হারায়! এই ক্রান্তিলগ্নে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইলে, নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরে পেতে চাইলে, সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতম জাতির আসনে পুনরায় আসীন হতে চাইলে আমাদের জানতে হবে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা। জানতে হবে অতীতের সাফল্যসূত্রের ইতিহাস এবং সাফল্যের কান্ডারিদের জীবন-ইতিহাস। আরেকজন আল ফাতিহের জন্য প্রতীক্ষারত জাতিকে জানতে হবে, কীভাবে গড়ে ওঠেন একজন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এবং কীভাবে পৃথিবীকে বদলে দেন।

আমাদের দূর-অতীত ও নিকট-অতীতের মহান মনীষীগণ এই বাস্তবতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম কীর্তিপুরুষদের জীবন-ইতিহাস সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের

অসামান্য কর্মপ্রচেষ্টার বদৌলতেই হাজারো ষড়যন্ত্র ও বিকৃতির অপচেষ্টার পরও কাগজের পাতায় সংরক্ষিত আছে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস। ওরা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুর নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তো আপন নুর অবশ্যই পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, অবিশ্বাসীদের কাছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক! অতীতের সেই মনীষীকাফেলার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র উচ্চারণ 'জাযাকুমুল্লাহ আহসানাল জাযা'! আমাদের বর্তমান যুগেও বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম লেখকগণ ইতিহাস ও জীবন-ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বর্ণচেনা ও বর্ণচোরা ইসলামবিদ্বেষীদের অসাধু তৎপরতার মোকাবিলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তাদেরই একজন মিশরের প্রখ্যাত লেখক, আলোচক ও ইতিহাস-গবেষক ড. রাগিব সারজানি। আল্লাহর শোকর, পাঠকনন্দিত লেখক ড. রাগিব সারজানি ইসলামের সিংহপুরুষ সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে নিয়েও কলম ধরেছেন এবং দীর্ঘ কয়েক বছরের অবিচ্ছিন্ন গবেষণা ও কর্মসাধনার পর আমাদেরকে এই মহান সুলতানের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য উপহার দিয়েছেন।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে নিয়ে ইতিপূর্বে আরবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বাংলা ভাষায়ও মৌলিক ও অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে ড. রাগিব সারজানি রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি অন্তত দুটি কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

১. ড. রাগিব সারজানি গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইতিহাসের এই মহানায়কের জীবনচরিত ও জীবনসংশ্লিষ্ট প্রায় হাজারখানেক প্রকাশিত গ্রন্থ সামনে রেখে। যেহেতু সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের জীবনীসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এখনো প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং নানা বিষয়ে ধারণা ও উপলব্ধির অঙ্গনে নিয়মিত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তাই একটি সমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।

২. অন্য অনেক লেখকের মতো তিনি সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের জীবনীকে কনস্টান্টিনোপল বিজয়াভিযানের আলোচনায় কেন্দ্রীভূত করেননি। বরং তিনি এই মহান সুলতানের জন্ম থেকে মৃত্যু পূর্ণ জীবনকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি তার সামগ্রিক জীবন-ইতিহাসকে সামনে রেখে তার ব্যক্তিত্ব ও

> কর্মজীবনকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন। ফলে পাঠকের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাস্তবেই তিনি 'কতই-না উত্তম আমির' প্রশংসাবাণী লাভ করার এবং 'আল ফাতিহ' বা 'বিজেতা' অভিধায় ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত।

তৃতীয় আরেকটি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা তো পাঠকের জানাই আছে! ড. রাগিব সারজানির রচনা মানে দু-চারটি উৎসগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্য কাটছাঁট করে উপস্থাপন করা নয়; বরং প্রতিটি তথ্যের ক্ষেত্রে নাগালভুক্ত সকল বর্ণনা সামনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য বাস্তবতা তুলে আনার নিরন্তর প্রচেষ্টা। সারজানি মানে ইতিহাসের গৎবাঁধা ধারাবিবরণী নয়; বরং বোধ ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে অতীতের আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা এবং শিক্ষা ও উপদেশে সমৃদ্ধ এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আমাদের বিশ্বাস, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ড. রাগিব সারজানির রচনার এসব স্বকীয়তা আরও চমকপ্রদভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তা ছাড়া গ্রন্থটি পাঠ করে একজন পাঠক একদিকে যেমন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে আরও বিস্তৃত পরিসরে জানতে পারবেন, অন্যদিকে অবগতি লাভ করবেন সে যুগের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের রূপ ও স্বরূপ এবং তার মোকাবিলায় একজন আদর্শ মুসলিম নেতার গৃহীত চিন্তা ও পরিকল্পনা, কর্মরীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে। আর এ সবকিছুই আমাদের যাপিতকালে আরও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে মূল্যবান এই গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে ইসলামি গ্রন্থের রুচিশীল প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল হাসানের তত্ত্বাবধানে বাংলাভাষী পাঠকদের করকমলে পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি প্রতিশ্রুতিশীল লেখক-অনুবাদক প্রিয় ভাই আবু তালহা সাজিদের সঙ্গে আমাকেও এই মহৎকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্তির সৌভাগ্য দান করেছেন। যাবতীয় প্রশংসা ও শোকর কেবল আপনার জন্য, আয় রাব্বে কারিম!

অনুবাদে অজানা-অযাচিত যা-কিছু ভুলত্রুটি ও অসংগতি রয়ে গিয়েছে, আশা করি মাকতাবাতুল হাসান সম্পাদনাপর্ষদের সুদক্ষ পরিমার্জনে তা সংশোধিত

হয়ে উঠবে এবং একটি নিখুঁত-নির্ভুল গ্রন্থ পাঠকসমীপে পরিবেশিত হবে। আল্লাহ তাআলা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সম্পাদকপর্ষদ-সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং গ্রন্থটিকে আমাদের সকলের সৎকর্মের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ পাক গ্রন্থটির পাঠকদের কবুল করুন এবং সবাইকে দান করুন মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ন্যায় উদ্যম ও উদ্দীপনা, চিন্তা ও চেতনা। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—আবু মুসআব ওসমান

২৯ জিলকদ, ১৪৪২ হিজরি

১১ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

ড. রাগিব সারজানি

নি'মাল আমির

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

নি'মাল আমির মুহাম্মাদ আল ফাতিহ (২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৪৩/নভেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com - boibazar.com

ISBN : 978-984-8012-81-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [তিন খণ্ড একত্রে]

[বইটি দাওয়াহ্‌র উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]

Ni'mal Amir Muhammad Al Fatih (2nd Part)

By Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

অর্পণ

প্রিয় নবীজির একটি আশাবাদ বাস্তবায়নে
শিরে আমামা হাতে শমসের যারা ছুটেছেন লক্ষ্যপানে,
দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর সাগর সব পাড়ি দিয়ে
ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়-প্রহর রক্ত-ঘামে জীবন-দামে।

যারা সূচনা করেছেন কনস্টান্টিনোপল বিজয়-অভিযান
কালের পরিক্রমায় যারা সমুন্নত রেখেছেন বিজয়-কেতন
এবং যাদের হাতে রচিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত সেই বিজয়-দাস্তান।

"যারা বিশ্বাস করতেন, 'তিনি' যা বলেছেন, অবশ্যই তা বাস্তবে পরিণত হবে। হয়তো আজ কিংবা আগামীকাল!"

ইয়া রব, আমাদেরও দান করো
তাদের মতো সাচ্চা ঈমান ও ইশকে নবী
আমাদেরকে কবুল করো আগামী কাফেলায়

❁❁❁

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ»

কনস্টান্টিনোপল (মুসলমানদের হাতে) অবশ্যই বিজিত হবে। কতই-না উত্তম ওই বিজয়াভিযানের সেনাপতি! আর কতই-না উত্তম ওই অভিযানের বাহিনী!

[মুসনাদে আহমাদ, ১৮৯৭৭, মুসতাদরাকে হাকিম, ৮৩০০ ও আল মুজামুল কাবির, ১২১৬]

❁❁❁

বিষয় সূচি

তৃতীয় অধ্যায়
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ
কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর ১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দের বেলগ্রেড অবরোধ ৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বেলগ্রেড বিপর্যয়ের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দক্ষিণ সার্বিয়া, দক্ষিণ গ্রিস, আমাসরা, ইসফানদিয়ার ও ট্রাবজোন জয় ৮১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ওয়ালাচিয়া অভিযান ও লেসবোস বিজয় ১০৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বসনিয়া বিজয় ১২৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ
বসনিয়া বিজয়-পরবর্তী কিছু সমস্যা ১৫১
এক : এজিয়ান সাগরের জটিল সামরিক পরিস্থিতি ১৫২
দুই : হাঙ্গেরির রাজা মাটিয়াসের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ১৫৭
তিন : আলবেনিয়া অঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ ১৫৯
চার : ক্রুসেডের জন্য পোপের সক্রিয় প্রচেষ্টা ১৬৭
পাঁচ : কারামান রাজ্যের উপর্যুপরি বিদ্রোহ ১৬৮
ছয় : সম্ভাব্য ইরানি হুমকি ১৭১
অষ্টম পরিচ্ছেদ
ভেনিসের যুদ্ধ ঘোষণা! ১৭৫

নবম পরিচ্ছেদ
উসমানি সালতানাত-মামলুক রাষ্ট্র সম্পর্ক ২০৫
দশম পরিচ্ছেদ
আলবেনিয়ায় স্বয়ং সুলতান আল ফাতিহ! ২২৫
একাদশ পরিচ্ছেদ
আলবেনিয়া সমস্যা-সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় ২৫৩
এক : পরাজয়ের ইতিহাস উপেক্ষা করতে নেই ২৫৩
দুই : খ্রিষ্টধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ধর্মের জয়গান শুধুই স্বার্থের স্লোগান ২৫৬
তিন : হেদায়েত একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে ২৫৭
চার : ইসকানদার বেগের ধর্ম পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ ২৫৯
পাঁচ : ইসকানদার বেগের মৃত্যু-পরবর্তী আলবেনিয়ার পরিস্থিতি ২৬৪
ছয় : পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উসমানি সালতানাতের গৃহীত পদক্ষেপ ২৬৫
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
কারামান সংযুক্তি, নিগ্রোপন্তে বিজয় ও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২৬৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
মলদাভিয়ার বিদ্রোহ ২৮৭
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
ক্রিমিয়া সংযুক্তি এবং মলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ায় অভিযান ৩৩১

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ
এক কুড়ি দুশমন! ৩৭৯
এক : উত্তর সীমান্তের শত্রু ৩৮৭
দুই : পূর্ব সীমান্তের শত্রু ৩৮৯
তিন : দক্ষিণ সীমান্তের শত্রু ৩৯২
চার : পশ্চিম সীমান্তের শত্রু ৪১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভেনিসের বাড়ির উঠোনে! ৪৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ক্ষোদার অবরোধ ৪৬৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ভেনিসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি ৪৯৭

মা ন চি ত্র সূ চি

মানচিত্র নং-৭
দানিউব ও সাভা নদী-সহ বেলগ্রেড নগরীর অবস্থান ৩৫
মানচিত্র নং-৮
১৪৬২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ালাচিয়ার সঙ্গে সংঘাতে লড়াইয়ের ক্ষেত্র ১১২
মানচিত্র নং-৯
বসনিয়া বিজয়াভিযান ১২৮
মানচিত্র নং-১০
খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইতালির রাজনৈতিক বিন্যাস ২৪৩
মানচিত্র নং-১১
উসমানি বিজয়াভিযানের পূর্বে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ
ও আশেপাশের এলাকায় কর্তৃত্ব বিস্তারকারী শক্তিসমূহ ৩২২
মানচিত্র নং-১২
ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ভেনিসের শাসিত অঞ্চলসমূহ ৪২৭
মানচিত্র নং-১৩
১৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রিউলির প্রথম অভিযান ৪৪৫
মানচিত্র নং-১৪
১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ভেনিস ও অস্ট্রিয়া অভিযান ৪৮২
মানচিত্র নং-১৫
আলবেনিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে বিজয়াভিযান ৪৮৭

ড. রাগিব সারজানি

নি'মাল আমির

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ

তৃতীয় খণ্ড

অনুবাদ
আবু তালহা সাজিদ

মাকতাবাতুল হাসান

নি'মাল আমির মুহাম্মাদ আল ফাতিহ (৩য় খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ: রবিউস সানি ১৪৪৩/নভেম্বর ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব: মো: রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক:
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com - boibazar.com
ISBN:978-984-8012-81-9
Web:maktabatulhasan.com
E-mail:info.maktabatulhasan@gmail.com
| fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৩১০০ টাকা মাত্র [তিন খণ্ডে একত্রে]

[বইটি দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]

Ni'mal Amir Muhammad Al Fatih (3rd Part)
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

অর্পণ

প্রিয় নবীজির প্রতিটি বাণীকে যারা ধারণ করেছেন
তাদের সিনায় প্রতিটি ক্ষণে ও মুহূর্তে।
প্রিয় নবীজির প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে
যারা শিকার নানা নিন্দা ও নির্যাতনের।

❁❁❁

স্বপ্ন যাদের তাঁর আদর্শ ও মান রক্ষায় জীবন বিলানোর।
তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে পৃথিবীর বুকে উঁচিয়ে তোলার।
তাঁর পরিবার, সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিজয়ী করার।

❁❁❁

«إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»

নিশ্চয় আল্লাহ এই জাতির জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের সংস্কারসাধন করবেন।

[*সুনানে আবু দাউদ*, ৪২৯১; *মুসতাদরাকে হাকিম*, ৮৫৯২ ও *আল মুজামুল আওসাত*, ৬৫২৭]

❁❁❁

বিষয় সূচি

চতুর্থ অধ্যায়
সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ বিজয় ও হাঙ্গেরির সঙ্গে সংঘাত ০৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
রোডস অবরোধের প্রস্তুতি ৫১
সপ্তম পরিচ্ছেদ
রোডস অবরোধ ৮৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ
ইতালি অভিযান ১২১
নবম পরিচ্ছেদ
মুজাহিদের মতো মৃত্যু ১৫৭

পঞ্চম অধ্যায়
সুলতান আল ফাতিহ : ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্য ১৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সুলতান আল ফাতিহের ইসলামি চেতনা ২০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ২৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আল ফাতিহের ভারসাম্য ও সামঞ্জিকতা ২৬৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আল ফাতিহের জীবনে জয়-পরাজয় ৩৩৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আল ফাতিহের জীবনে বিচ্যুতি ৪১৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ
আল ফাতিহের জীবনে সফলতার সঙ্গী যারা ৪৩৭

গ্রন্থের উপসংহার

পরিশিষ্ট-১
আল ফাতিহের শাসনামলে দরবার ও প্রশাসনব্যবস্থা ৪৬৯
পরিশিষ্ট-২
সুলতান আল ফাতিহের সংবিধানের (কানুননামার) কিছু বৈশিষ্ট্য ৪৭৯

গ্রন্থপঞ্জি

৪৮৭

মা ন চি ত্র সূ চি

মানচিত্র নং-১৬
আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ বিজয় ৩৩
মানচিত্র নং-১৭
রোডসের প্রথম অভিযান - ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দ ৫৪
মানচিত্র নং-১৮
রোডসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৬৪
মানচিত্র নং-১৯
বাইজেন্টাইন আপুলিয়া ১২৬
মানচিত্র নং-২০
মুহাম্মাদ আল ফাতিহের শাসনামলের শেষদিকে উসমানি সাম্রাজ্য ১৭৮